62

দৈনিক ইত্তেফাক

30 MAR 1997

তারিখ ... পৃঃ 7 কলাম 2

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরীর পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা

আবদুল মান্নান ।। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরীর পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে। চলতি বছর ও বিগত বছরগুলোতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা অধিদপ্তর এই নিয়ে ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা করছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণ অনুসন্ধানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় খুবই তৎপর। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক গত সোমবার কয়েকজন সাংবাদিকের সাথে আলাপকালে এই তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয় নিয়ে মন্ত্রণালয়ে ৫টি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে বৈঠক হয়েছে এবং প্রশ্নপত্র তৈরীর পদ্ধতি নিয়ে তাদের সাথে আলাপ হয়েছে।

কোন পদ্ধতিতে প্রশ্ন করলে প্রশ্ন ফাঁস হবে না বা ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ৫টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনার পর তাদের মতামত এবং এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য চাওয়া হয়েছে। তবে চলতি বছর অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইতিমধ্যেই ছাপা হয়ে যাওয়ার কারণে সেটার পদ্ধতি পরিবর্তন হচ্ছে না। আগামী

(৮-এর পতায় দেখুন)

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরীর পদ্ধতি নিয়ে চিন্তাভাবনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বছর অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরীতে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। মন্ত্রী জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে পরীক্ষা কেন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক বা বোর্ড কর্মকর্তা, প্রশ্নকারী বা অডারেটর কিংবা বিজিপ্রেস সম্পর্কিত কি-না তা পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করে দেখা হচ্ছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। এছাড়া জড়িতদের কাউকে কাউকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হবে। তিনি জানান, সরকারী স্কুলের শিক্ষক হলে শিক্ষা বিভাগ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা জড়িত প্রমাণিত হলে গঠিত ব্যবস্থাবলে কমিটি গ্রহণ করবে এবং সংশ্লিষ্টদের সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেয়া হবে। গণ-টোকাটুকির সাথে জড়িত ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তো, গ্রহণ করা হবেই একই সাথে শিক্ষকদের পরিদর্শক (INVIZILATOR) হিসেবে দায়িত্ব পালন স্থগিত করা হবে।

গত-পরশু অনুষ্ঠিত ৫ বোর্ডের চেয়ারম্যানদের সাথে পরীক্ষা সংক্রান্ত সামগ্রিক পরিস্থিতি ও অনিয়ম নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী বলেন, কক্সবাজারের চকরিয়া এবং ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়- পরীক্ষা কেন্দ্রে ইংরেজী প্রথম পত্রের প্রশ্নের স্থলে ইংরেজী ২য় পত্রের প্রশ্ন বিলি করার ঘটনা থেকে। টঙ্গীতে ইংরেজী প্রথম পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনাসহ সকল ঘটনার তদন্ত হচ্ছে। মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, পুলিশের সিআইডি বিভাগ, এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আমিনুল ইসলামকে চেয়ারম্যান করে গঠিত সরকারী তদন্ত কমিটি এবং শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গঠিত তদন্ত কার্যকর রিপোর্ট শীঘ্রই পাওয়া যবে। এসব রিপোর্ট পাওয়া গেলে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বছর অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যাতে ফাঁস না হয় সে ব্যাপারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগ্রহণ করা হচ্ছে। বিজিপ্রেসসহ সংশ্লিষ্ট সকল দিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএএইচকে সাদেক বলেন, প্রশ্নপত্র যতনা ফাঁস হয়েছে তার থেকে বেশী অপপ্রচার হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে যেমন আর্থিক দুর্নীতির একটি বিষয় থাকতে পারে, তেমনি কোন কোন মহল হয়তো এসব করে সুবিধা নিচ্ছে, তদুপরি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টিকে কোন কোন রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে নিয়েছে যা খুবই দুঃখজনক। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে যে, প্রশ্নপত্র ফাঁস একটি ক্ষুদ্র সেকশন থেকে হলেও এর সাথে একটি প্রভাবশালী মহল জড়িত এবং রাজনৈতিক হীনউদ্দেশ্য চরিতার্থ করার একটি মানসিকতা থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে। এসব ঘটনার পূর্বাপর বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, খতিয়ে দেখা হচ্ছে- কারণসমূহ।

৮ ও ১০ এপ্রিল ইংরেজী দুই পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে

শিক্ষামন্ত্রী জানান, গত-পরশুর সভায় ইংরেজী ১ম পত্রের ও ইংরেজী ২য় পত্রের পরীক্ষার তারিখ আগামী ৮ ও ১০ এপ্রিল ধার্য করা হয়। শিক্ষাবোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের ধারণার প্রেক্ষিতে এবং ইতোমধ্যেই প্রাপ্ত তাদের আলোকে সভায় ইংরেজী ১ম পত্রের রচনামূলক এবং ২য় পত্রের, কুইজ ও রচনামূলক দুই অংশেরই পরীক্ষা পুনরায় গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সকল ব্যবহারিক পরীক্ষা পূর্বঘোষিত দিন-তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। ইংরেজী দুই পত্রের পরীক্ষা উল্লেখিত তারিখে সকালের দিকে গ্রহণ করা হবে বলে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।